أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

(Book# 114/আ)

www.motaher21.net

اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ

ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো।

Seek help with patience perseverance and Prayers.

সুরা: আল-বাক্বারাহ

আয়াত নং :-১৫৩

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلٰوةِ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ

হে ঈমানদারগণ! সবর ও নামাযের দ্বারা সাহায্য গ্রহণ করো, আল্লাহ সবরকারীদের সাথে আছেন।

১৫৩ নং আয়াতের তাফসীর:

[১] ‘সবর’ শব্দের অর্থ হচ্ছে সংযম অবলম্বন ও নফস্ এর উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ লাভ। কুরআন ও হাদীসের পরিভাষায় ‘সবর’ -এর তিনটি শাখা রয়েছে। (এক) নফসকে হারাম এবং না-জায়েয বিষয়াদি থেকে বিরত রাখা (দুই) ইবাদাত ও আনুগত্যে বাধ্য করা এবং (তিন) যেকোন বিপদ ও সংকটে ধৈর্যধারণ করা। অর্থাৎ যেসব বিপদ-আপদ এসে উপস্থিত হয়, সেগুলোকে আল্লাহ্‌র বিধান বলে মেনে নেয়া এবং এর বিনিময়ে আল্লাহ্‌র তরফ থেকে প্রতিদান প্রাপ্তির আশা রাখা। [ইবনে কাসীর]। ‘সবর’ -এর উপরোক্ত তিনটি শাখাই প্রত্যেক মুসলিমের অবশ্যপালনীয় কর্তব্য। সাধারণ মানুষের ধারণা সাধারণতঃ তৃতীয় শাখাকেই ‘সবর’

হিসেবে গণ্য করা হয়। প্রথম দুটি শাখা এ ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ, সে ব্যাপারে মোটেও লক্ষ্য করা হয় না। এমনকি এ দুটি বিষয়ও যে 'সবর' -এর অন্তর্ভুক্ত এ ধারণাও যেন অনেকের নেই। কুরআন হাদীসের পরিভাষায় ধৈর্যধারণকারী বা সাবের সে সমস্ত লোককেই বলা হয়, যারা উপরোক্ত তিন প্রকারেই 'সবর' অবলম্বন করে।

[২] সালাত এবং 'সবর' -এর মাধ্যমে যাবতীয় সংকটের প্রতিকার হওয়ার কারণ এই যে, এ দু' পন্তায়ই আল্লাহ্ তা'আলার প্রকৃত সান্নিধ্য লাভ হয়। আল্লাহ্ সবরকারীদের সাথে আছেন বাক্যের দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সালাত আদায়কারী এবং সবরকারীগণের আল্লাহ্র সান্নিধ্য লাভ হয়। মহান আল্লাহ্ আরশের উপর থেকেও তাঁর বান্দাদের সাথে থাকার অর্থ দুটি। প্রথম, সাধারন অর্থে 'সাথে থাকা' । যা সমস্ত মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আর তা হচ্ছে, সবাই মহান আল্লাহ্র জ্ঞানের ভিতরে থাকা। মহান আল্লাহ্র যত সৃষ্টি সবার যাবতীয় অবস্থা তাঁর গোচরিভূত। তিনি ভাল করেই জানেন কে কোথায় কোন অবস্থায় কোন কাজে লিপ্ত। দ্বিতীয় প্রকার 'সাথে থাকা' বিশেষ অর্থে। যা কেবলমাত্র তাঁর নেককার, সবরকারী, ইহসানকারী, মুত্তাকীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আর সেটি হচ্ছে, সাহায্য-সহযোগিতা করা। মহান আল্লাহ্র পক্ষে কারও সাথে থাকার অর্থ কখনো এটা হতে পারে না যে, তিনি তার সাথে চলাফেরা করছেন বা কোন কিছুর ভিতরে প্রবেশ করে আছেন। অথবা তার সাথে লেগে আছেন। কারণ; মহান আল্লাহ্ তাঁর আরশের উপর রয়েছেন। তিনি স্রষ্টা হিসেবে সৃষ্টি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

নেতৃত্ব পদে আসীন করার পর এবার এই উম্মাতকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ ও বিধান দেয়া হচ্ছে। কিন্তু সবার আগে যে কথাটির প্রতি এখানে দৃষ্টি আর্কষণ করা হচ্ছে সেটা হচ্ছে এই যে, তোমাদের জন্য যে বিছানা পেতে দেয়া হয়েছে সেটা কোন ফুলের বিছানা নয়। একটি বিরাট, মহান ও বিপদ সংকুল কাজের বোঝা তোমাদের মাথায় চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। এই বোঝা মাথায় ওঠাবার সাথে সাথেই তোমাদের ওপর চতুর্দিক থেকে বিপদ-আপদ ঝাঁপিয়ে পড়তে থাকবে। কঠিন পরীক্ষার মধ্যে তোমাদের ঠেলে দেয়া হবে। অগণিত ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে। সবর, দৃঢ়তা, অবিচলতা ও দ্বিধাহীন সংকল্পের মাধ্যমে সমস্ত বিপদ-আপদের মোকাবিলা করে যখন তোমরা আল্লাহর পথে এগিয় যেতে থাকবে তখনই তোমাদের ওপর বর্ষিত হবে তাঁর অনুগ্রহরাশি।

অর্থাৎ এই কঠিন দায়িত্বের বোঝা বহন করার জন্য তোমাদের দু' টো আভ্যন্তরীন শক্তির প্রয়োজন। একটি হচ্ছে, নিজের মধ্যে সবর, ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার শক্তির লালন করতে হবে। আর দ্বিতীয়ত, নামায পড়ার মাধ্যমে নিজেকে শক্তিশালী করতে হবে। পরবর্তী পর্যায়ে আরো বিভিন্ন আলোচনায় সবরের ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে। সেখানে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক গুণাবলীর সামগ্রিক রূপ হিসেবে সবরকে চিহ্নিত করা হয়েছে। আর আসলে এটিই হচ্ছে সমস্ত সাফল্যের চাবিকাঠি। এর সহায়তা ছাড়া মানুষের পক্ষে কোন লক্ষ্য অর্জনে সফলতা লাভ সম্ভব নয়। এভাবে সামনের দিকে নামায সম্পর্কেও বিস্তারিত আলোচনা এসেছে। সেখানে দেখানো হয়েছে নামায কিভাবে মু' মিন ব্যক্তি ও সমাজকে এই মহান কাজের যোগ্যতা সম্পন্ন করে গড়ে তোলে।

ধৈর্য ও সালাতের মর্যাদা

অত্র আয়াতগুলোতে আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন ‘শোকরের’ বর্ণনা শেষ করার পর ‘সবর’ বা ধৈর্যের বর্ণনা দিচ্ছেন। আর সাথে সাথেই সালাতের বর্ণনা দিয়ে এসব সৎ কাজকে মুক্তি লাভের মাধ্যম করে নেয়ার নির্দেশ দিচ্ছেন। এটা স্পষ্ট কথা যে, মানুষ যখন সুখে থাকে তখন সেটা হচ্ছে তার জন্য শোকরের সময়। আর যদি কষ্টে থাকে তাহলে তা হচ্ছে তার ধৈর্য ধারণের সময়। যেমন হাদীসে রয়েছেঃ

"عجبًا للمؤمن .لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرًا له :إن أصابته سراء، فشكر، كان خيرًا له؛ وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرًا له".

‘মু’মিনের অবস্থান কতোই না উত্তম যে, প্রত্যেক কাজে তার জন্য মঙ্গলই নিহিত রয়েছে। সে শান্তি লাভ করলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং এর ফলে সে প্রতিদান পেয়ে থাকে। আর সে কষ্ট পেলে ধৈর্যধারণ করে এবং এরও সে প্রতিদান পেয়ে থাকে। (হাদীসটি সহীহ। সহীহ মুসলিম ৪/৬৪/২২৯৫, মুসনাদে আহমাদ-৪/৩৩২/৩৩৩) অতঃপর মহান আল্লাহ অত্র আয়াতের মধ্যে এটারও বর্ণনা দিয়েছেন যে, বিপদে ধৈর্যধারণ করতে হবে এবং সেই বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার মাধ্যম হচ্ছে ধৈর্য ও সালাত। যেমন এর পূর্বে বর্ণিত হয়েছেঃ ﴿وَ اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلٰوةِ١ؕ وَ اِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخٰشِعِيْنَ﴾

‘তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো এবং নিশ্চয়ই এটা বিনয়ীদের ছাড়া অন্যদের ওপর কঠিন কাজ।’ (২ নং সূরা বাকারাহ, আয়াত নং ৪৫) ‘সবর’ দু’ প্রকার। প্রথম সাবর হচ্ছে নিষিদ্ধ ও পাপের কাজ ছেড়ে দেয়ার ওপর ‘সবর’। দ্বিতীয় হচ্ছে আনুগত্য ও সাওয়াবের কাজ করার ওপর ‘সবর’। এ প্রকার ‘সবর’ প্রথম ‘সবর’ হতে বড়। উল্লিখিত দুইটি ছাড়াও আরো এক প্রকারে ধৈর্য আছে, তা হচ্ছে বিপদ ও দুঃখের সময় ‘সবর’। (অতএব ‘সবর’ মোট তিন প্রকার। যথা- ১. পাপ ও মহান আল্লাহ্‌র নিষিদ্ধ কাজ বর্জন করার মাধ্যমে ধৈর্য ধারণ করা। ২. আনুগত্য মূলক কাজ বাস্তবায়ন করার ধৈর্য ধারণ করা। ৩. বিভিন্ন বিপদ-আপদে ধৈর্য ধারণ করা) এটা ওয়াজিব। যেমন অপরাধ ও পাপ হতে ক্ষমা প্রার্থনা করা ওয়াজিব।

‘আবদুর রহমান (রহঃ) বলেন যে, জীবনের ওপর কঠিন হলেও, স্বভাব বিরুদ্ধ হলেও এবং মনে না চাইলেও ধৈর্যের সাথে মহান আল্লাহ্‌র আদেশ পালন করা হচ্ছে এক ধরনের ‘সবর।’ দ্বিতীয় ‘সবর’ হচ্ছে প্রকৃতির ও মনের চাহিদা মুতাবিক হলেও মহান আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টির কাজ হতে বিরত থাকা।

﴿يُوَفَّى الصّٰبِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ ধৈর্যশীলদেরকে অপরিমিত পুরস্কার দেয়া হবে। (৩৯ নং সূরা যুমার, আয়াত নং ১০)

সা ‘ঈদ ইবনে যুবাইর (রহঃ) বলেন যে, ‘সবর’ এর অর্থ হচ্ছে মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আগত বিপদের প্রতিদান মহান আল্লাহ্‌র নিকট পাওয়ার বিশ্বাস রেখে তার জন্য সাওয়াবের প্রার্থনা করা, প্রত্যেক ভয়, উদ্বেগ এবং কাঠিন্যের স্থলে ধৈর্যধারণ করা এবং সাওয়াবের আশায় এর প্রতি সন্তুষ্ট থাকা।

যারা ধৈর্যধারণ করার গুণাগুণ অর্জন করেছে তারা হবে ঐ লোকদের দলভুক্ত যাদেরকে মহান আল্লাহ অভিনন্দন জানাবেন কিয়ামত দিবসে। (৩৩ নং সূরা আহযাব, আয়াত নং ৪৪) মহান আল্লাহ আমাদেরকে সেই তাওফীক দান করুন। (তাফসীর ইবনে আবি হাতিম ১/১৪৪)

“কৃতজ্ঞতা প্রকাশের” নির্দেশের পর আল্লাহ তা ‘আলা সবরের আলোচনা নিয়ে এসেছেন। আর সবর ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য কামনা করার নির্দেশনা দিচ্ছেন।

একজন মু’ মিন আল্লাহ তা ‘আলা প্রদত্ত নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করবে আর বিপদ-আপদে ধৈর্য ধারণ করবে। তার উভয় অবস্থা কল্যাণকর।

হাদীসে এসেছে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَ الْمُؤْمِنِ كُلُّهُ خَيْرٌ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ فَشَكَرَ كَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنَّ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ فَصَبَرَ كَانَ خَيْرًا لَهُ

মু’ মিনের সকল কাজ আশ্চর্যজনক। তাদের সকল বিষয় কল্যাণকর। যদি কোন কল্যাণ পায় তখন শুকরিয়া আদায় করে, এটা তার জন্য কল্যাণকর। আর যদি কোন মুসিবতে পতিত হয় তখন ধৈর্য ধারণ করে, এটাও তার জন্য কল্যাণকর। (সহীহ মুসলিম হা: ২২৯৫)

صَبر বা ধৈর্য তিন ধরনের। যথা:

১. আল্লাহ তা ‘আলার নির্দেশ পালনে ধৈর্য ধারণ করা।

২. আল্লাহ তা ‘আলার অবাধ্য কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখার মাধ্যমে ধৈর্য ধারণ করা।

৩. ভাগ্যের ভাল-মন্দ বিষয়ে ধৈর্য ধারণ করা। (তাফসীর সা ‘দী, পৃঃ ৫৬)

নিশ্চয় আল্লাহ তা ‘আলা তাঁর অনুগ্রহ, সহযোগিতা দিয়ে ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন।

তারপর আল্লাহ তা ‘আলা সংবাদ দিচ্ছেন যারা তাঁর পথে শহীদ হয় তারা মৃত নয় বরং তারা জীবিত, কিন্তু কিভাবে তা আল্লাহ তা ‘আলা ছাড়া কেউ জানে না। অন্যত্র আল্লাহ তা ‘আলা বলেন:

(أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ)

“তারা জীবিত, তারা তাদের প্রতিপালক হতে জীবিকা প্রাপ্ত হয়। আল্লাহ তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহ হতে যা দান করেছেন, তাতেই তারা পরিতুষ্ট।” (সূরা আলি-ইমরান ৩:১৬৯-১৭০)

হাদীসে এসেছে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: নিশ্চয়ই শহীদের আত্মাসমূহ জান্নাতে সবুজ পাখির মাঝে বিরাজমান আছে। তারা জান্নাতের নদীনালায় ঘুরে বেড়ায়, জান্নাতের ফলমূল খায় এবং আরশের সাথে ঝুলন্ত বাসায় ফিরে আসে। (সহীহ বুখারী হা: ২৯৭২, ২৮১৭)

আয়াত থেকে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. ধৈর্য ধারণের ফযীলত জানলাম। সচ্ছল-অসচ্ছল সর্বাবস্থায় একমাত্র আল্লাহ তা ‘আলার কাছে সাহায্য চাইতে হবে।

২. সাধারণ মু’ মিনদের চেয়ে যারা আল্লাহ তা ‘আলার পথে শাহাদাত বরণ করে তাদের ফযীলত অনেক বেশি।

৩. আল্লাহ তা ‘আলা সৎ বান্দাদেরকে সাহায্য সহযোগিতার মাধ্যমে সর্বদাই তাদের সাথে থাকেন।